যায়যায়দিন, ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, শ্রেনীসংখ্যা- ৩৩০

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

আকবর আলি খান

সালেহ উদ্দিন আহমেদ

জায়েদ বখত

East West University
EAST WEST UNIVERSITY LIBRARY
A/2 Jahurul Islam City Aftab Nagar, Dhaka-1212

সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের অভিমত

বিডিনিউজ

বিশ্বব্যাংককে বাদ দিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণকে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্লেষকরা। জটিলতার আবর্তে থাকা বহু প্রতীক্ষিত এই সেতু আগামী নির্বাচনের আগে শুরু করতে না পারলে সরকারকে রাজনৈতিক মূল্যও দিতে হবে বলে মনে করেন তারা।

দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর টানাপড়েনের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার সরকার বিশ্বব্যাংককে জানিয়ে দেয়, তাদের অর্থ নেয়া হবে না। ২৯১ কোটি ডলারের এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের ১২০ কোটি ডলার দেয়ার কথা ছিল।

এখন নিজস্ব কিংবা অন্য দেশের অর্থায়নে ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করছে সরকার। নতুন করে প্রকল্প নিয়ে এই সেতুর কাজ শুরু করাটাকে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এবং সালেহ উদ্দিন আহমেদ। সরকারের এই মেয়াদে সেতুর কাজ শুরু করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখতের। আর সরকার এখন

চ্যালেঞ্জ : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রোববার
ষোল কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

চ্যালেঞ্জ : সরকারের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কি পরিকল্পনা নেয়, তা দেখার অপেক্ষায় আছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলি খান। তারা চারজনই মনে করেন বিশ্বব্যাংককে রেখে এই প্রকল্প বাস্তবায়নই সবচেয়ে সহজ হতো।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব পালনকারী ফরাসউদ্দিন শনিবার বলেন, বিশ্বব্যাংকের জন্য তো সরকার বসে থাকবে না। সরকারকে এর কাজ শুরু করতে হবে। কেননা, সরকারের অন্যতম নির্বাচনী ওয়াদা ছিল এটি। এই সেতুর কাজ শুরু করতে না পারলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে চরম রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে। সে কারণেই সরকার এই সেতুর কাজ শুরু করতে চাইছে।

ফরাসউদ্দিন একই সঙ্গে বলেন, সরকারের হাতে সময় কম। এই সময়ের মধ্যে নতুন ডিজাইন-টেন্ডার আহ্বান, জমাসহ অন্য কাজ সম্পন্ন করে কাজ শুরু করতে পারবে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন? বিশ্বব্যাংককে 'না' বলে দেয়ার পর নিজস্ব অর্থায়নের এই সেতু নির্মাণের কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে।

পাশাপাশি ভারত, মালয়েশিয়া ও চীনের অর্থায়নের বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার প্রস্তাব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা ৩০ বছর নিজেরা সেতু পরিচালনা করতে চায়। অর্থাৎ তারা মূলত ব্যবসা করতে চায়। ভারত সরকারের এক বিলিয়ন ডলারের ঋণের টার্মস (শর্ত) নিয়ে প্রশ্ন আছে। তারা যে ঋণ দিতে চায়, সেটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। গ্রেস পিরিয়ডসহ চীনের প্রস্তাবিত ঋণের সুদের হার (২ শতাংশ) 'ভালো' বলে মনে করেন ফরাসউদ্দিন। কিন্তু এতে খরচ বেশি পড়বে কি না, সে বিষয়টি দেখতে হবে।

নিজস্ব অর্থায়নের বিষয়ে তার অভিমত, এতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো আস্থা পাবে না।

ফরাসউদ্দিন বলেন, বর্তমানে যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে, তার কিছু নিয়ে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু সে টেন্ডারে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নেবে কি না- সে ব্যাপারে সংশয় আছে। তিনি আবারো বলছেন, বিশ্বব্যাংকসহ অন্য দাতাসংস্থার অর্থে পদ্মা সেতু হলে ভালো হতো। সেটা যখন হচ্ছে না, তখন বিকল্প পথে যেতেই হবে। সে বিকল্প পথের মধ্যে কোনটা ভালো হবে সেটা দ্রুত ঠিক করাই এখন আসল কাজ।

জায়েদ বখতও ঠিকাদারি সংস্থাগুলোর আস্থার বিষয়ে ফরাসউদ্দিনের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংক কোনো প্রকল্পে থাকলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিল পেতে সুবিধা হয়। সে কারণেই তারা সে ধরনের প্রকল্পে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সরকার নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু করলে সময়মত বিল পাওয়া যাবে কি না- সে সংশয় থেকে বড় বড় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো দরপত্রে অংশ নাও নিতে পারে।

নতুনভাবে কাজ শুরুর বিষয়ে জায়েদ বখত বলেন, এখন নতুন করে ডিজাইন করতে হবে। সেখানে রেললাইন থাকবে কি না, কে ডিজাইন করবে, কে ফাইন্যান্স করবে, কোথা থেকে টাকা আসবে- সবকিছুই এখন অনিশ্চয়তার পথে চলে গেছে।

দুই মাসের মধ্যে পদ্মা সেতুর কাজ শুরুর যে আশাবাদ অর্থমন্ত্রী প্রকাশ করতে পারছেন না। আর পদ্মা সেতুর মতো একটি বিশাল প্রকল্প কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন?

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আকবর আলির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকার এখন কীভাবে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করবে- সে বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা না দেয়ার আগে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তিনি বারবার বলে আসছেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে সবচেয়ে ভালো হতো। সরকারও সে বিষয়টি ভালোভাবেই বুঝেছিল। আর সে কারণেই একবার বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পে টাকা না দেয়ার ঘোষণা দেয়ার পরও তা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছিল।

কিন্তু এখন সরকার বিশ্বব্যাংককে না বলে দিয়েছে, এডিবিও সরে গেছে। এই অবস্থায় নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের জন্য সরকার কাজ দ্রুত শুরু করতে চাইবে- সেটাই স্বাভাবিক।

বিএনপি সরকার আমলে গভর্নরের দায়িত্ব পালনকারী সালেহ উদ্দিন আহমেদ নিজস্ব অর্থায়ন এবং অন্য দেশ থেকে ঋণ দুটোতেই অসুবিধা দেখছেন। তিনি শনিবার এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, নিজস্ব অর্থে হলে দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। আবার বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে করতে গেলে বেশি সুদ দিতে হবে।

বিশ্বব্যাংক না থাকায় ভালো পরামর্শক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে কাজ করানো কঠিন হবে বলে মনে করেন সালেহ উদ্দিন। নিজস্ব অর্থায়নে করতে গেলে সরকারের অন্য উন্নয়ন প্রকল্প কাটছাঁট করতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যবহার নিয়ে সাবেক এই গভর্নর বলেন, রিজার্ভ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক রাখা হয়। রিজার্ভ দিয়ে সেতু বানানোর কাজ করা হয় না। পৃথিবীর কোনো দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক এ ধরনের কাজ করে না। এ ছাড়া আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার সময় ওখানেই বলা আছে, সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে কত ঋণ নিতে পারবে। চাইলেই বেশি ঋণ নেয়ার সুযোগ নেই, সরকারকে মনে করিয়ে দেন তিনি।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক গত বছরের সেপ্টেম্বরে অর্থায়ন স্থগিত করেছিল। এই বছরের জুনে অর্থায়ন বাতিলের ঘোষণা দেয়। কিন্তু এরপর সরকারের নানামুখী তৎপরতায় ঋণ বাতিলের সিদ্ধান্ত বাতিল করলেও কয়েকটি শর্তজুড়ে দেয় বিশ্বব্যাংক। এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ফরাসউদ্দিন বলেন, বিশ্বব্যাংক 'পচা' চাইনিজ কোম্পানিকে শর্টলিস্টে রাখার দাবি জানিয়েছিল। জামিলুর রেজা চৌধুরীর টেকনিক্যাল কমিটি সেই লিস্ট বাদ দিয়েছিল। সেই রাগের কারণেও বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্পে টাকা না দিতে পারে। আবার তারা দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ করেছে সেটাও হয়ে থাকতে পারে।

তিনি বলেন, তার কথা হচ্ছে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ করেছে সেটার অবশ্যই তদন্ত ও বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু তার জন্য তো সেতুর কাজ শুরু হতে দেরি হওয়ার কথা নয়। তদন্ত চলত, কাজ চলত, তাহলেই ভালো হতো। তার যেটা মনে হয়েছে, বিশ্বব্যাংক অযথাই দেরি করছিল। সে কারণেই সরকার নিজ থেকেই তাদের না করে দিয়েছে।